নি • উ • ই • য় • র্ক

যুগলবন্দী

অনেকেরই ধারণা আমেরিকায় হয়তো বেশির ভাগ মানুষই বিয়ে ছাড়াই দাম্পত্য জীবন যাপন করে থাকে। আসলে কিন্তু তা নয়...

লিখেছেন নিউইয়র্ক থেকে **নাসরিন চৌধুরী**

যেই ধর্মেরই হোক, আমেরিকায় বিয়ে সম্পন্ন করতে হলে পাত্র-পাত্রীকে সিটি হলে যেতে হবে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে বৈধ কাগজ পত্র দেখিয়ে বিয়ে করার ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। ইতিপূর্বে নিয়ম ছিল পাত্র-পাত্রী ছাড়াও একজন সাক্ষী থাকতে হবে এবং দুটি আংটি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আংটিটি সাক্ষী এবং জাজের সামনে একে অপরকে পরাবে। যাদের সম্মুখে চুমু খাবার রীতি আছে, তারা পরস্পরকে চুমু খাবে। বছর পাঁচ আগে আমার এক পরিচিতর বিয়ের সময় সিটি হলে সাক্ষী হিসেবে গিয়েছিলাম। তখন সাক্ষীর প্রয়োজন হতো। গ আর ঘ ব্যবহার করবো।

গ নিউইয়র্কে থাকে প্রায় দশ বছর। স্বামী বিদ্বান। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। উচ্চতর শিক্ষার জন্য কানাডা এসেছেন। সঙ্গে স্ত্রী গ আর শিশুকন্যা। পড়াশোনা করতে যেয়ে ঘ সহপাঠীর প্রেমে পড়লেন। ঘর ভাঙলো। গ চলে এলো নিউইয়র্ক। তারা পার্শ্ববর্তী দেশে ছিল। গ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে নিউইয়র্কে বেঁচে রইলো। পত্রমিতা করতে যেয়ে প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে বিয়ে করেছিল একদিনের দেখায়। ঘ ঠিকই তার সহপাঠিনীকে বিয়ে করে ফেললো। কেননা গ তাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত দেশে আর যাই হোক এক বউ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

দশ বছর পর গ অনুভব করলো সে বড় একা। মেয়েটিও তার বাবার কাছেই রয়ে গেছে। গ সিদ্ধান্ত নিল বিয়ে করবে। ততদিনে তার গ্রিন কার্ড হয়ে গেছে। বয়সও অনেক হয়ে গেছে। পাত্র পাওয়া দুরূহ। শেষ পর্যন্ত একজনকে পাওয়া গেল। গ দোটানায় ভোগে। ঘ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ঙকে তো ওর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। নিউইয়র্কের রেল বিভাগে কাজ করে। তবুও গ মনকে সান্ত্বনা দেয় জীবন আর ক'দিন। দুটো পোড় খাওয়া মানুষ সুখে দুখে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। কেননা ঙ'র স্ত্রীও চলে গেছে অন্যজনের হাত ধরে।

মাত্র অল্প ক'দিনের পরিচয়ের সূত্র ধরে গ বিয়ের সিদ্ধান্ত নিল। সমস্যা দেখা দিল ঙ টেলিফোনে বাংলাদেশের এক রমণীকে বিয়ে করেছে। সেটা এখনও আছে। বউকে আনতে পারছে না। ডিভোর্সও দেয়নি। টেলিফোনের বউকে ঙ কাগজে পত্রে দেখিয়েছে নিউইয়র্কের আইন বিভাগ বা সোসাল সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে। অতএব এখানের বিয়ে আমেরিকান আইন মতে বৈধ হবে না। ঙ বললো, চলো আমরা হুজুর ডেকে ইসলামী মতে বিয়ে সম্পন্ন করি, তারপর বাংলাদেশে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে সিটি হলে যাবো।

বেচারী ঘ পত্রমিতার প্রেমে যেমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এত বছর পর আবার ঙর মিষ্টি কথায় গলে গেল।

আমেরিকান লাইসেন্সধারী কাজী। শুরুতেই সিটি হলের সেই কাগজ চাইলেন কাজী। যেটি পাত্র-পাত্রীকে সিটি হলে বিয়ের আবেদন করলে দেয়া হয়।

ঙ বললো, আপনি আপাতত কাজ সারুন, আমরা পরে গিয়ে আনবো। হুজুর বললেন, এ বিয়ে আমি পড়াতে পারবো না। আইনগত কারণে তাহলে আমি ফেঁসে যাবো। আমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।

আগত অতিথিরা বিষয়টি অতটা তলিয়ে দেখেননি। ঙ-এর যে এতো ইতিহাস পেছনে তাও তারা জানতেন না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত এই কথা বলে বিয়ে হলো, কাজী বিয়ে পড়াবেন, কিন্তু এখনই কোনো প্রমাণের কাগজ দেবেন না।

সেটি হল থেকে বিয়ে করে কাগজ আনলে তাহলে তিনি বিয়ের কাবিনের কাগজ হস্তান্তর করবেন।

গ ভেতরের রুমে বউ সেজে বসে আছে। সে এসবের কিছুই জানে না। বিয়ে হয়ে গেল। বিরিয়াণী খেয়ে বিয়ে পড়ানোর ফি দুইশো ডলার নিয়ে লম্বা আলখেল্লাধারী শ্মশ্রুধারী ইমাম সাহেব চলে গেলেন।

প্রতিদিন নিউইয়র্কে কত বিয়ে হচ্ছে তার দু একটা কি ভাঙছে? তিন মাসও গ সংসার করতে পারলো না। ঙ কেটে পড়েছে। সাফ কথা আমার ভালো লাগে না গ-কে জীবনটা কি? গ প্রশ্ন করে আমাকে নিয়ে এ পুতুল খেলা কেন করলে? ঙ পুরুষ। সিংহের মত গর্জন। বিশ্ব তার হাতের মুঠোয়। আজ এর সঙ্গে শোবে, ভালো না লাগলে অন্যের সঙ্গে। বিয়ে নামক বন্ধনে তাকে জড়ানো বোকামি। গ এখন পাগলের মতো হাসে। আমাকে বলে, কি অদ্ভুত তাই না নাসরিন। সিটি হলে বলো আর চার্চে, মন্দিরে, মসজিদে বলো যেখানেই বিয়ে হোক মনের টান না থাকলে সংসার করা যায় না।

টো • কি • ও

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে তরুণ-তরুণী। যৌন সম্পর্কেরও অধিকার অর্জন করে এ দিনে

১৪ জানুয়ারি জাপানে পালিত হলো সেইজিন সিকি বা পূর্ণ সাবালক হয়ে ওঠার অনুষ্ঠান। এ বছর যাদের বয়স কুড়ি হবে শুধুমাত্র তারাই এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। জাপানি সংস্কৃতিতে এই দিনটি ছেলে-মেয়েদের শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক হবার সময় হিসেবে স্বীকৃত। এখন থেকে তারা নিজেই জীবনের যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পানীয় বৈধ, সিগারেট বৈধ, ইচ্ছে মতো বন্ধু নির্বাচন, যৌন সম্পর্কেও অধিকার অর্জন করে। গত বছর সাইতামা প্রি-ফেকচার সিটি মেয়র অফিসের মিলনায়তনে উক্ত অনুষ্ঠানে ছেলে-মেয়েরা যে ন্যক্কারজনক কান্ড ঘটিয়েছে তাতে জাপানি মূল্যবোধকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। জাপানের ইতিহাসে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। তবে এবার খুব কড়াকড়ি পুলিশ মোতায়েন করে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সময়সূচি কম এবং তরুণ-তরুণীদের উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। এবারে জাপানে সর্বমোট ১,৫২,০০০ জন তরুণ-তরুণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। জাপানে এই Seijin-Shiki : Coming of Age Festival আগামীতে করা উচিত কি না তা নিয়ে সংসদে জল্পনা-কল্পনা চলছে।

উৎসবে মেতে উঠেছে তরুণ-তরুণীরা

আরিফুর রহমান মাসুদ
ই-মেইল : ahmahm@plum.plala.or.jp

ব্ল্যা • ক • ফ • রে • স্ট

বিস্‌মার্কের রাজনৈতিক দর্শন

গণতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন। ক্রমেই তার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত পরিসরে। তিনিই আধুনিক জার্মানির রূপকার

জার্মানি হচ্ছে মধ্য ইউরোপের একটি দেশ। হল্যান্ডের ডাচ শব্দ থেকে ডয়েচ (Deutech) শব্দের উৎপত্তি! ২০০১ সালের Maris Geographischer verlag-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমান জার্মানির আয়তন হচ্ছে, ৩৫৬৯৭৪ বর্গমাইল এবং বর্তমান লোকসংখ্যা হচ্ছে ৮১.৯ Mio.

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে প্রাশিয়াতে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটে যিনি কেবল জার্মানিতে নয়, সমস্ত ইউরোপের রাজনৈতিক জগতেই প্রভুত্ব করে গেছেন। তার নাম বিস্‌মার্ক। তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার একজন ভূস্বামী। অনেক বছর যাবৎ তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইউরোপের বহু রাজ্যের রাজসভায় নিযুক্ত ছিলেন।

গণতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন। পার্লামেন্ট এবং প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থাপক-সভা প্রভৃতি সম্বন্ধেও তার ছিল অপরিসীম অবজ্ঞা। তার ইচ্ছে ছিল জার্মানিকে ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা বড় শক্তি করে তুলবেন।

ইউরোপে তখন সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি ছিল ফ্রান্স। তার রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন। অস্ট্রিয়াও ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইতিমধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ এবং পরাজিত করলেন। অস্ট্রিয়ার এই পরাজয়ের ফলেই দক্ষিণ ইটালিতে গ্যারিবল্ডির অভিযান শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ইটালি স্বাধীন হলো।

বিসমার্ক দেখলেন, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছে। এর অবসান ঘটাতে হবে প্রাশিয়াকে জিতিয়ে এবং অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে। কাজেই তিনি নিঃশব্দে তার সামরিক আয়োজনকে সম্পূর্ণ করে তুললেন।

বার্লিনের পার্লামেন্ট ভবন যা নাৎসী বাহিনীরা ধ্বংস করে দিয়েছিল

তারপর তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একত্রিত হয়ে ডেনমার্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। তার অল্প দিন পরেই আবার অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধালেন। এবার তার মিত্র করে নিলেন ফ্রান্স আর ইটালিকে। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করলো। বিসমার্ক বিচক্ষণ লোক, এবার তিনি অস্ট্রিয়ার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার দেখাতে লাগলেন। উত্তর জার্মানি জুড়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হলো, তার নেতা হলো প্রাশিয়া। বিসমার্ক হলেন প্রধানমন্ত্রী। চিরকাল ধরেই ইংল্যান্ড ছিল ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৮৭০ সালে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলো। সমস্ত ইউরোপ জানলো, প্রাশিয়ার কোনো দোষ নেই, ফ্রান্স গায়ে পড়ে এসে তার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাচ্ছে। প্যারিসে লোকের মুখে ধ্বনি উঠল 'বার্লিন চলো, বার্লিন চলো,' তৃতীয় নেপোলিয়ন ধরে নিলেন অল্প দিনের মধ্যেই তার বিজয়ী সেনা বার্লিনে গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু ঘটলো ঠিক উল্টো। বিসমার্কের সেনা সুশিক্ষিত। ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সেই সেনা প্রচন্ড আক্রমণ চালালো, তার বিক্রমে ফ্রান্সের সেনা একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেভানে তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বয়ং সসৈন্যে জার্মানদের হাতে বন্দী হলেন। ১৮৭০ সালে এভাবে তৃতীয় নেপোলিয়নের ফরাসি সাম্রাজ্যের অবসান হলো।

প্যারিসে একটি দেশরক্ষী সরকার স্থাপিত হলো। এরা প্রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলো কিন্তু বিসমার্ক সন্ধির যেসব শর্ত দিলেন তা এমন অপমানকর যে, এরা স্থির করলেন, যুদ্ধই চালিয়ে যাবেন। দীর্ঘকাল ধরে প্যারিসের অবরোধ চললো। শেষ পর্যন্ত প্যারিস পরাজয় স্বীকার করলো।

১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসেই ভার্সাইয়ের প্রাসাদে সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের প্রসিদ্ধ সভাগৃহে মিলিত জার্মানির একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হলো। ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে প্যারিসের 'কমিউন' প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এই কমিউন বেশিদিন টিকলো না। প্যারিস শহরের রাস্তায় ত্রিশ হাজার নর-নারীকে গুলি করে মারা হলো। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম সমাজতন্ত্রী বিদ্রোহ।

১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে একটি নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করে ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হলো। তখন থেকে এই প্রজাতন্ত্রটিই চলে আসছে। এখনো টিকে রয়েছে। ফরাসি প্রজাতন্ত্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্র।

১৮৭০-৭১ সালের জার্মান যুদ্ধের ধাক্কা ফ্রান্স ক্রমে সামলে উঠল। কিন্তু তার প্রজাদের মাথায় যে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেবার চিন্তায় তারা অধীর হয়ে উঠলো। ফরাসিরা গর্বিত জাতি, গর্বিত জাতির গর্ব খর্ব করলেন তিনি। তার পরিবর্তে অর্জন করলেন সেই জাতিটির ভয়ানক এবং অবিস্মৃত প্রতিহিংসা।

জার্মানিতে বিসমার্ক তখন প্রভু, সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। গণতন্ত্রের ওপর বিসমার্কের শ্রদ্ধা ছিল না। দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলো। একটি শিল্পজীবী শ্রমিক শ্রেণীও গড়ে উঠলো। ১৮৭৫ সালে শ্রমিকদের সংঘগুলো একত্র হয়ে সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক দলে পরিণত হলো। সমাজতন্ত্রবাদের এই বিস্তার বিসমার্ক সইতে পারলেন না। ১৮৭৮ সালে বহু সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন রচিত হলো। তার ফলে সব রকমের সমাজতন্ত্রী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। হাজার হাজার লোককে কারাদন্ড দেওয়া হলো, তাদের অনেককে নির্বাসিত করা হলো।

কূটনীতিতে বিসমার্কের নৈপুণ্য তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টিকে ছিল। ১৮৯৮ সালে ৮৩ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। সম্রাট দ্বারা পদচ্যুত হবার পর, এমনকি মৃত্যুর পরেও তার ব্যক্তিত্বের ছায়া জার্মানির ওপরে ছড়িয়ে ছিল।

তাসলিমা জামান
ব্ল্যাক ফরেস্ট, জার্মানি

সি • ড • নি

ফাকাতানির ওয়াইরাকা

পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপিত হয়েছে ওয়াইরাকা ব্রোঞ্জ মূর্তি। ফাকাতানির নামের সাথে জড়িয়ে আছে ওয়াইরাকা

পাহাড়ের চূড়ায় ওয়াইরাকার ব্রোঞ্জ মূর্তি

আমরা যখন ফাকাতানি শহরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছলাম তখন ঘড়ির কাঁটা সাত ছুঁই ছুঁই করছে। নিউজিল্যান্ডের একমাত্র জলজ আগ্নেয়গিরি হোয়াইট আইল্যান্ড দেখবো আজ। সঙ্গে শামীম ভাই আর মজনু ভাই। নদীর ঘাটে অনেক নৌযান নোঙর করা। 'পি জে' নামের লঞ্চটাও চোখে পড়ল। জেনীর হাতে টিকেট দিয়ে আমরা তিনজন লঞ্চে আরোহণ করলাম। তিনজন জাপানি, একজন ক্যারিবিয়ানকে পেলাম সেখানে। লঞ্চের মালিক পিটার ও জেনী। দু'জনে সবার সঙ্গে পরিচিত হলো। শামীম ভাই ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দুটো ডিস্পোসেবল কাপ কোন ফাঁকে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। মজনু ভাই চা-এ চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। চা-টা সম্ভবত খুব ভালো হয়েছে। মাইক্রোফোনে পিটারের কথা শোনা গেল। দশ মিনিটের মধ্যে লঞ্চ ছাড়বে। আমরা শহর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলাম। পূর্বদিকে সূর্য উঠে সকালের কুয়াশার পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। সকালের মিষ্টি আলো ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। দূরে পাহাড়ের গায়ে, সবুজ বনানীর ওপর। ডেকে বসা লোকজন সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসে মিষ্টি রোদের সুখ নিচ্ছে।

আমি চোখ মেলে দূরের ফাকাতানি শহরকে দেখতে চেষ্টা করলাম। শহরের অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে। নদীর দু'পাশে কোথাও জলাভূমি, কোথাও পানি থেকে মাথা তোলা শুকনো ভূমি। পেছনে ফিরে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। নীল সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশি সেদিকে। তবে কি মোহনায় চলে এসেছি! তাহলে ওয়াইরাকার মূর্তি কোথায়! মোহনার মুখেই পাহাড়ের মাথায় ওয়াইরাকার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আরও কিছুক্ষণ পর নদীর মোহনায় চলে এলাম। নদী আর সমুদ্র মিলে গেছে এখানে। আরে ওই তো পাহাড়ের উপর ওয়াইরাকা দাঁড়িয়ে আছে। আমি দৌড়ে ডেকের সামনের দিকটায় চলে এলাম।

আমি আঙুল দিয়ে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়ানো ওয়াইরাকাকে দেখালাম। ফাকাতানি নামের পেছনে লুকিয়ে আছে ওয়াইরাকার স্মৃতি।

মাওরি জনগোষ্ঠী এ দেশে এসেছিল প্রায় ছ'শ বছর আগে। তারা বাস করতো প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে। নৌকায় করে দলে দলে তারা নিউজিল্যান্ডের উপকূলে এসে নেমেছিল। এদেশ তখন জনমানবহীন, নির্জন দ্বীপ ছাড়া আর কিছুই না। মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এরকম এক নৌকা ভিড়েছিল বর্তমান ফাকাতানি নদীর মোহনায়। তখন ছিল জোয়ার। নৌকার দলপতি ওয়াইরাকার পিতা, সে সব পুরুষদের নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গেল। নৌকায় মহিলারা সব অবস্থান করছিল। হঠাৎ নদীতে ভাটা পড়ল, নৌকা সাগরে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হলো। ওয়াইরাকা নৌকার মহিলাদের মাওরি ভাষায় বলল, মা ফাকাতানিহা ওয়া। এর অর্থ আমরা পুরুষদের মতো কাজ করব। সবাই মিলে নৌকার হাল ধরল তারা। বৈঠা চালিয়ে ভাটার টানে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল তারা। পরবর্তীকালে মাওরিরা বসতি স্থাপন করে এ দেশের নানা জায়গায়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠে জনপদ, নগরী। ফাকাতানি নদীর ধারে গড়ে উঠে ফাকাতানি শহর। নদীর নাম, শহরের নাম একই নাম। ওয়াইরাকা নামের মাওরি মেয়ের মুখ থেকে অনেক অনেককাল আগে উচ্চারিত হওয়া শব্দ থেকে উৎপত্তি এ নামের । তাই ওয়াইরাকার স্মৃতিকে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে ফাকাতানিবাসী। তারা নদীর মোহনায় পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপন করেছে ওয়াইরাকার ব্রোঞ্জ মূর্তি। তার পেছনে প্রশান্ত মহাসাগরের অথৈ জলরাশি, সামনে দূরে ফাকাতানি শহর। দূরে হোয়াইট আইল্যান্ড দেখা যাচ্ছে। তার উপরে ধোঁয়ার মেঘ। সমুদ্রের পানিতে সূর্যের আলো পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। শামীম ভাই আর আমি তখন লঞ্চের পাশাপাশি ছুটে চলা ডলফিনের ঝাঁক দেখায় ব্যস্ত।

Dr. Wahiduzzaman Khan, Sydney, Australia

কো • শি • চো • তে

নকশীকাঁথা প্রদর্শনী

জাপানের সিমাচন কেন-এর কোশিচোতে অনুষ্ঠিত হয় কোশি কালচারাল অনুষ্ঠান। যা আয়োজন করে কোশি কমিউনিটি। কোশি কমিউনিটি বিভিন্নভাবে কোশিবাসীকে সাহায্য করে। এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শিত হয়। এই কমিউনিটির মহিলারাই তা তৈরি করে। সিমাচন কেন-এ অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা কোশিতে বসবাস করে, তাদের তৈরি বাংলাদেশী পোশাক ও নকশীকাঁথা স্টিচের শাড়ি এখানে প্রদর্শিত হয়। বাঙালির ঐতিহ্য নকশীকাঁথা সহজেই জাপানিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান হয়। কোশিতে আয়োজিত এটাই সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান, যাতে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

শাতেরা তাবাস্‌সুম, Shimane ken, Izumo shi, Koshicho 1162-3, Ken ei Apartment, Kochianchi, Japan